

মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ২০২১ জুলাই

অষ্টম শ্রেণী

পরিবেশ ও ভূগোল (Part-4)

১ বিকল্প গুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো

১.১ ঠিক জোড়াটি নির্বাচন কর

ক) অন্তঃ কেন্দ্রমন্ডল –পদার্থের তরল অবস্থা

খ) বহিঃ কেন্দ্রমন্ডল –পদার্থের ঘনত্ব সর্বাধিক

গ) অ্যাক্সেনোস্ফিয়ার –পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি

ঘ) ভূত্বক—লোহা ও নিকেলের আধিক্য

১.২ রকি ও আন্দিজ পর্বত মালার সৃষ্টি হয়েছে—

ক) মহাসাগরীয়-- মহাসাগরীয় অপসারী পাতসীমানা বরাবর

খ) মহাসাগরীয় -- মহাসাগরীয় অভিসারী পাতসীমানা বরাবর

গ) মহাদেশীয়—মহাদেশীয় অপসারী পাতসীমানা বরাবর

ঘ) মহাদেশীয়—মহাদেশীয় অভিসারী পাতসীমানা বরাবর

১.৩ উত্তর ভারতের স্থলভাগের সীমানা রয়েছে—

ক) পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে

খ) নেপাল ও ভূটানের সঙ্গে

গ) বাংলাদেশ ও ভূটানের সঙ্গে

ঘ) মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে

২। একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও

২.১ কোন যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপ করা হয়?

উঃ রিখটার স্কেল

২.২ কোন প্রকার শিলার স্তরে খনিজ তেল পাওয়া যায়?

উঃ পাললিক

২.৩ ভারতের কোন প্রতিবেশী দেশ মশলা উৎপাদনে বিখ্যাত?

উঃ- শ্রীলংকা

৩ সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৩.১ ভূ-অভ্যন্তরের কোন স্তরে কীভাবে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে?

উঃ- বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রমন্ডলকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন, যথা - অন্তঃকেন্দ্রমন্ডল ও বহিকেন্দ্র মন্ডল। এই স্তর 2900 কিমি – 5100 কিমি গভীর। এর চাপ, তাপ ও ঘনত্ব অন্তঃকেন্দ্রমন্ডলের তুলনায় কম। এই স্তর অর্ধকঠিন অবস্থায় পৃথিবীর অক্ষের চারিদিকে আবর্তন করে চলেছে। এই বহিকেন্দ্রমন্ডল স্তরে সাম্প্র অবস্থায় থাকা লোহা ও নিকেল প্রচলিত গতিতে ঘুরতে ঘুরতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করেছে। যেখানে থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব।

৩.২ অভিসারী পাতসীমানাকে কেন বিনাশকারী পাতসীমানা বলা হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

উঃ- অভিসারী পাতসীমানায় পাত দুটো পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয় এবং পাতের সংঘর্ষ ঘটে। দুটো পাতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভারী পাত হালকা পাতের নীচে প্রবেশ করে। এর ফলে নিমজ্জিত পাতটির গলন হয়, সমুদ্রখাত সৃষ্টি হয় ও ভূত্বকের বিনাশ ঘটে এবং এই অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ভূমি কম্প ও অগ্নিপাত ঘটে। এই জন্য অভিসারী পাতসীমানাকে বিনাশকারী পাতসীমানা বলা হয়।

৪। উদাহরণ সহ উৎপত্তি অনুসারে আগ্নেয়শিলার শ্রেণী বিভাগ করো।

উৎপত্তি অনুসারে আগ্নেয় শিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) নিঃসারী আগ্নেয় শিলা (উদাঃ ব্যসল্ট)

(২) উদ্বেধী আগ্নেয় শিলা। (উদাঃ গ্রানাইট)

উদ্বেধী আগ্নেয় শিলাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

১) উপপাতালিক শিলা (উদাঃ ডোলেরাইট)

২) পাতালিক শিলা। (উদাঃ গ্রানাইট)